CC-SO - 11

Q. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা কিভাবে ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করল বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন। 10

সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন একাডেমিক উন্নয়ন, সামাজিক আন্দোলন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের সমন্বয়ের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে একটি বিস্তারিত ওভারভিউ আছে:

প্রারম্ভিক প্রভাব: 19 শতকে সমাজবিজ্ঞান একটি শৃঙ্খলা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং অভিবাসন দ্বারা সৃষ্ট গভীর সামাজিক পরিবর্তনগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অগাস্ট কমতে, কার্ল মার্কস, এমিল ডুরখেইম এবং ম্যাক্স ওয়েবারের মতো ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত আমেরিকান পণ্ডিতদের প্রভাবিত করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার চিত্র: 20 শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্লস হর্টন কুলি, জর্জ হারবার্ট মিড এবং ডব্লিউইবি-র মতো প্রধান সমাজবিজ্ঞানীদের উত্থান ঘটে। ডু বোইস। এই চিন্তাবিদরা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং পদ্ধতির বিকাশে অবদান রেখেছিলেন যা তাদের ফোকাস এবং প্রয়োগে অনন্যভাবে আমেরিকান ছিল।

একাডেমিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: 20 শতকের দিকে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। রবার্ট পার্ক এবং উইলিয়াম আই টমাসের মতো পণ্ডিতদের সাথে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, শিকাগো স্কুল অফ সোসিওলজি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা শহুরে সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক পরিবেশবিদ্যা এবং প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের উপর ফোকাস করার জন্য পরিচিত।

বাস্তববাদ এবং ফলিত সমাজবিজ্ঞান: বাস্তববাদের আমেরিকান ঐতিহ্য, যা জন ডিউই এবং উইলিয়াম জেমসের মত দার্শনিকদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর জোর দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। এটি ফলিত সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে, যা গবেষণা এবং হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছিল।

সামাজিক আন্দোলন এবং সংস্কার: 20 শতকের প্রথম দিকে শ্রম আন্দোলন, নারী ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারের মতো বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন এবং সংস্কার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা এই আন্দোলনগুলি অধ্যয়ন এবং সমর্থন করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, জনসাধারণ এবং নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিতে শৃঙ্খলাকে আরও বৈধতা দিয়েছেন।

বিশ্বযুদ্ধ এবং সামাজিক পরিবর্তন: দুটি বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, যার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ ভূমিকা, জাতিগত গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন করেছেন, সামাজিক সমস্যাগুলি বোঝার এবং সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতিতে অবদান রেখেছে।

Pearl Coaching Center

যুদ্ধ-পরবর্তী সম্প্রসারণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে একাডেমিক গবেষণা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে। সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারী সংস্থা, অলাভজনক সংস্থা এবং ব্যবসায় জড়িত ছিল, সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা এবং উপযোগিতা প্রদর্শন করে।

অবিরত প্রাসঙ্গিকতা: সমাজবিজ্ঞান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রাণবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক শৃঙ্খলা হিসাবে অব্যাহত রয়েছে, যেখানে পণ্ডিতরা বৈষম্য, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি এবং সামাজিক আন্দোলন সহ বিস্তৃত বিষয় অধ্যয়ন করে। ফলিত সমাজবিজ্ঞানীরা জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ফৌজদারি বিচারের মতো ক্ষেত্রে কাজ করে সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনও বৈচিত্র্যময় হয়েছে।

Q.শিল্প বিপ্লব কিভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার উন্মেষ ঘটায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। 10

শিল্প বিপ্লব, যা 18 শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং 19 শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের এই সময়টি চিন্তাবিদদের সমাজের প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের উপর শিল্পায়নের প্রভাব এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কীভাবে শিল্প বিপ্লব সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল তার একটি বিশদ আলোচনা এখানে রয়েছে:

নগরায়ণ এবং সামাজিক স্থানচ্যুতি: শিল্প বিপ্লব ব্যাপক নগরায়নের দিকে পরিচালিত করে কারণ মানুষ কারখানায় কাজের সন্ধানে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে চলে যায়। এই দ্রুত অভিবাসনের ফলে জনাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, সামাজিক স্থানচ্যুতি এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রমের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে তত্ত্বগুলি তৈরি করেছিলেন।

সামাজিক বৈষম্য এবং শ্রেণী দ্বন্দ্ব: শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্য সামাজিক বৈষম্য নিয়ে আসে, একটি ছোট পুঁজিবাদী শ্রেণী একটি বৃহৎ শ্রমিক শ্রেণীর ব্যয়ে সম্পদ ও ক্ষমতা সঞ্চয় করে। সম্পদ এবং জীবনযাত্রার অবস্থার এই বৈষম্য মার্কসের মতো চিন্তাবিদদের শ্রেণী সংঘাতের তত্ত্ব তৈরি করতে পরিচালিত করেছিল, এই যুক্তিতে যে সমাজ বিরোধপূর্ণ স্বার্থের সাথে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

সামাজিক সমস্যার উত্থান: শিল্প বিপ্লব নতুন সামাজিক সমস্যা নিয়ে এসেছে, যেমন দারিদ্র্য, অপরাধ এবং শ্রমিকদের শোষণ। সমাজবিজ্ঞানীরা এই সমস্যাগুলিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন, তাদের কারণ এবং পরিণতিগুলি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে সমাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়নের জন্য তত্ত্ব ও পদ্ধতির বিকাশ ঘটে।

পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব: শিল্পায়ন পারিবারিক কাঠামো এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বর্ধিত পরিবার, যা কৃষিভিত্তিক সমাজে সাধারণ ছিল, মানুষ শহরে চলে যাওয়া এবং কারখানায় কাজ করার কারণে নিউক্লিয়ার পরিবারকে পথ দিয়েছে। এমিল ডুরখেইমের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সামাজিক আন্দোলনের গঠন: শিল্প বিপ্লব বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দেয়, যেমন শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, যা শিল্পায়নের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক অবিচার এবং অসাম্যের সমাধান করতে চেয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা এই আন্দোলনগুলি এবং সমাজের উপর তাদের প্রভাব অধ্যয়ন করেছেন, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশে অবদান রেখেছেন।

সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা: শিল্পায়নের ফলে যে সামাজিক সমস্যা এবং অসাম্যতা এসেছে তা সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। হার্বার্ট স্পেন্সার এবং অগাস্ট কমটের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা এই সমস্যাগুলি বোঝার জন্য এবং সমাধানের প্রস্তাব করার জন্য সমাজের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য যুক্তি দিয়েছিলেন, একটি শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

Q. The Enlightenment যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে লিখুন। 10

The Enlightenment যাকে আলোকিতকরণের যুগও বলা হয়, এটি ছিল 17 এবং 18 শতকের একটি সময় যখন ইউরোপ এবং আমেরিকার বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিকরা ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের চেয়ে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই যুগের চিন্তাবিদরা, যারা এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাবিদ হিসাবে পরিচিত, তারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এখানে বিশিষ্ট আলোকিত চিন্তাবিদদের সাথে যুক্ত কিছু মূল ধারণা এবং চিন্তা রয়েছে:

যুক্তি এবং যুক্তিবাদ: আলোকিত চিন্তাবিদরা যুক্তি এবং যুক্তিবাদী চিন্তার শক্তির উপর একটি শক্তিশালী জোর দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করত যে যুক্তির মাধ্যমে, মানুষ মহাবিশ্ব এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারে, যা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

অভিজ্ঞতাবাদ এবং বিজ্ঞান: আলোকিত চিন্তাবিদরা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রাকৃতিক বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করত যে জ্ঞান ধর্মীয় বা গোড়ামী বিশ্বাসের পরিবর্তে অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

ব্যক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ: আলোকিত চিন্তাবিদরা ব্যক্তিকে উদযাপন করেছেন এবং মানুষের মর্যাদা, অধিকার এবং স্বাধীনতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তারা মানুষের অন্তর্নিহিত মঙ্গল ও যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করত এবং ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখাত।

ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংশয়বাদ: আলোকিত চিন্তাবিদরা প্রায়শই ঐতিহ্যগত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতেন। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার পক্ষে এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতির বিষয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

Pearl Coaching Center

সামাজিক চুক্তি এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব: আলোকিত চিন্তাবিদরা সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারগুলি শাসিতদের সম্মতির উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত এবং ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদ্যমান। জন লক, জিন-জ্যাক রুসো এবং টমাস হবসের মতো চিন্তাবিদরা আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছিলেন।

কর্তৃত্ব ও ঐতিহ্যের সমালোচনা: আলোকিত চিন্তাবিদরা কর্তৃত্ববাদ, নিরঙ্কুশতা এবং কর্তৃত্বের ঐতিহ্যগত রূপের সমালোচনা করেছিলেন। তারা চিন্তা, বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করেছিল এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে তারা বিশ্বাস করে যে তারা অগ্রগতি এবং আলোকিতকরণকে বাধা দেয়।

সর্বজনীনতা এবং অগ্রগতি: আলোকিত চিন্তাবিদরা মানবাধিকার এবং মূল্যবোধের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষ সমান এবং সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য। তারা যুক্তি ও শিক্ষার মাধ্যমে মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিল।

Q.মার্কসবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্ব কি ? 6

মার্কসবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্ব, শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্ব বা সাধারণভাবে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব নামেও পরিচিত, একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজকে সামাজিক শ্রেণী, বিশেষ করে পুঁজিবাদী শ্রেণী (বুর্জোয়া) এবং শ্রমিক শ্রেণীর (সর্বহারা) মধ্যে দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে বলে মনে করে। এই তত্ত্বটি 19 শতকে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং এটি মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।

মার্কসবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্বের মূল ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে:

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ: মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন যে সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তারা যুক্তি দেখান যে সমাজের বিকাশ উৎপাদনের উপায়ের (যেমন, জমি, কারখানা, সম্পদ) নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বারা চালিত হয়।

শ্রেণী সংগ্রাম: মার্কসবাদীরা মনে করেন যে পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক পরিবর্তন এবং সংঘাতের প্রাথমিক উৎস হল বুর্জোয়াদের মধ্যে লড়াই, যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে, যারা মজুরির বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তি বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি করে। এই সংঘাত অনিবার্য হিসাবে দেখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করবে।

শোষণ: মার্কসবাদীরা যুক্তি দেন যে পুঁজিবাদ পুঁজিবাদী শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের উপর ভিত্তি করে। তারা দাবি করে যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক অবিচারের দিকে পরিচালিত করে।

বিচ্ছিন্নতা: মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে যে পুঁজিবাদের অধীনে, শ্রমিকরা তাদের শ্রমের পণ্য থেকে, উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে, অন্য শ্রমিকদের থেকে এবং তাদের নিজস্ব মানবিক সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছিন্নতাকে পুঁজিবাদী সমাজের একটি মৌলিক দিক হিসেবে দেখা হয়।

বিপ্লবী পরিবর্তন: মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করে যেখানে উৎপাদনের উপায় শ্রমিকদের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা যুক্তি দেয় যে এটি আরও সমান, ন্যায়পরায়ণ এবং গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে পরিচালিত করবে।

মার্কসবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্বের সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এটি জটিল সামাজিক ঘটনাকে অতি সরলীকরণ করে, স্বতন্ত্র সংস্থার ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করে এবং সমাজের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের বৈচিত্র্যের জন্য অ্যাকাউন্টে ব্যর্থ হয়। যাইহোক, মার্কসবাদী তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে প্রভাবশালী রয়ে গেছে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের সমালোচনায় এবং অর্থনৈতিক ও শ্রেণী-ভিত্তিক বৈষম্যের উপর এর ফোকাস।

Q.দ্বন্দ্ববাদে লুকাচের অবদান লিখুন। 6

György Lukács (1885-1971) ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান মার্কসবাদী দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ইতিহাসবিদ এবং সমালোচক যিনি বিতর্কে বিশেষ করে মার্কসীয় তত্ত্ব এবং সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর কাজ, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলি বিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদী চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এখানে বিতর্কে লুকাকের অবদানের কিছু মূল দিক রয়েছে:

পুনর্নির্মাণ এবং শ্রেণী চেতনা: লুকাকসের সবচেয়ে বিখ্যাত অবদানগুলির মধ্যে একটি হল তার "রিফিকেশন" ধারণা, যা তিনি তার মূল রচনা "ইতিহাস এবং শ্রেণী চেতনা" (1923) এ বিকাশ করেছিলেন। লুকাকস যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদের অধীনে, মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক জিনিসের মধ্যে সম্পর্কের রূপ নেয় (পণ্য ফেটিসিজম), যা সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং শ্রেণী চেতনার অভাবের দিকে পরিচালিত করে। এই ধারণাটি পুঁজিবাদী সমাজের মার্কসবাদী সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

সাহিত্য তত্ত্ব এবং বাস্তববাদ: সাহিত্য তত্ত্ব এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও লুকাকস একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সাহিত্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি দেন, বাস্তববাদের গুরুত্ব এবং সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতার চিত্রের উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য শ্রেণী চেতনা গঠনে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারে।

আদর্শবাদের বিরুদ্ধে পোলেমিক্স: লুকাকস কান্ট এবং হেগেলের মতো আদর্শবাদী দর্শনের সমালোচনা করেছিলেন, যা তিনি বস্তুগত বাস্তবতা থেকে বিমূর্ত এবং বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি দর্শন এবং সামাজিক তত্ত্বের প্রতি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের কংক্রিট সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে নিহিত।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক: লুকাকস মার্কসবাদের মধ্যে সংশোধনবাদী প্রবণতাগুলিরও সমালোচনা করেছিলেন, বিশেষ করে যেগুলি মার্কসবাদী নীতিগুলিকে জলাবদ্ধ করতে বা আপস করতে চেয়েছিল। তিনি মার্কসবাদী তত্ত্ব এবং অনুশীলনের জন্য আরও আমূল এবং আপোষহীন পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ: লুকাকের কাজ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ইতিহাসের মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশেও অবদান রেখেছে। তিনি ঐতিহাসিক পরিবর্তন চালনায় শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকার ওপর জোর দেন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিহাসকে বোঝার গুরুত্বের পক্ষে যুক্তি দেন।